চুক্তিনামা

তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিষয়াদি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর

সমন্বয়ে ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সরকার কর্তৃক পরিচালিত তুলা উন্নয়ন বোর্ড-এর অধীনস্থ খাগড়াছড়ি জোনাল কার্যালয় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তরের চুক্তিপত্র ঃ

যেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন, যা ১৯৯৮ সনের ১০ নং আইন দ্বারা সংশোধিত) এর ধারা ২২ এর অন্তর্ভুক্ত ১ম তফশীল অনুযায়ী সরকার কর্তৃক পরিচালিত তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ খাগড়াছড়ি জোনের কার্যক্রম খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে নিম্নলিখিত শর্তে হস্তান্তর করিতে সরকার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন;

যেহেতু, সরকার ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে এবং উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ অত্র জেলার তুলা উন্নয়ন বোর্ড- এর কার্যক্রম গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন;

সেহেতু সরকার উপরিউক্ত আইনের ২৩(খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্মতিক্রমে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ খাগড়াছড়ি জোনাল কার্যালয় ইহার স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তর করিলেনঃ

১। কর্ম ও বিষয়ঃ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন তুলা উন্নয়ন বোর্ড-এর খাগড়াছড়ি জোনের কার্যক্রম

(ক) রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটভুক্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনা, তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) উন্নয়নের জন্য স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা/প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(গ) জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

(ঘ) তুলা উন্নয়ন বোর্ডের খাগড়াছড়ি জোনাল কার্যালয়ের সকল ভবন, অস্থাবর সম্পদ, যানবাহন, আসবাবপত্র ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা, মেরামত, সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন;

(ঙ) সকল তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, ছুটি, প্রশিক্ষণ, বদলী ও শৃঙ্খলামুলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

২। জনবল ঃ

তুলা উন্নয়ন বোর্ড-এর অধীনস্থ খাগড়াছড়ি জোনাল কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

৩। অর্থ বরাদ্দঃ

(ক) রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অফিসিয়াল অন্যান্য ব্যয় বাবদ সকল অর্থ বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পরিষদের অনুকূলে প্রদান করিবে এবং পরিষদ বিধি/প্রবিধান মোতাবেক তাহা পরিশোধ করিবে;

(খ) সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য মন্ত্রণালয় বরাদ্দযোগ্য অর্থ পরিষদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করিবে;

(গ) বাসাবাড়ী, বিশ্রামাগার, স্থাপনা, যানবাহন, আসবাবপত্র ও অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত আয় জেলা পরিষদের তহবিলে জমা হইবে।

৪। নিয়োগ, বদলী, ছুটি ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি ঃ

(ক) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের (১ম ও ২য় শ্রেণী) নিয়োগ, বদলী, ছুটি, প্রশিক্ষণ ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রচলিত বিধি বিধান অনুসারে পরিচালিত হইবে। তাহারা পরিষদের অধীনে প্রেষণে নিয়োজিত থাকিবেন;

(খ) প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার নৈমিত্তিক ছুটি পরিষদের চেয়ারম্যান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি/কর্মকর্তা (যিনি আবেদনকারী কর্মকর্তার নিম্ন পর্যায়ের কোন কর্মকর্তা হইবেন না) মঞ্জুর করিবেন এবং কর্মস্থল তাগের অনুমতি প্রদান করিবেন। অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করিবেন;

(গ) অর্জিত ছুটিসহ অন্যান্য ছুটির ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান ছুটি বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে। সকল কর্মকর্তার এতদ্‌সংক্রান্ত আবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র জেলা পরিষদের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

দ

(ঘ) জেলায় নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাভাবিক মেয়াদ পুর্তির পূর্বে অন্য জেলায় বদলী করা যাইবে না এবং জনস্বার্থে বিশেষ কারণে বদলী করিবার ক্ষেত্রে প্রতিভূ পদায়ন পূর্বক পরিষদের পূর্বানুমোদন নিতে হইবে। প্রতিভূ কর্মকর্তা /কর্মচারী কাজে যোগদান না করা পর্যন্ত বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবমুক্ত করা যাইবে না। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলীর ক্ষেত্রে নিয়োগ ও অবমুক্তির জন্য পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুমোদন নিতে হইবে;

(ঙ) সকল ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলামুলক ব্যবস্থা পরিষদের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা মোতাবেক সম্পাদিত হইবে এবং জেলার অভ্যন্তরে কর্মচারীদের বদলী জেলা পরিষদ করিবে।

৫। <u>বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনঃ</u>

(ক) প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন পরিষদের চেয়ারম্যান লিখিবেন ও প্রতিস্বাক্ষর করিবেন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করিবেন;

(খ) অন্যান্য কর্মকর্তার বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন জেলার বিভাগীয় প্রধান লিখিবেন। পরিষদ চেয়ারম্যান ইহাতে প্রতিস্বাক্ষর করিবেন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করিবেন। অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম বহাল থাকিবে।

৬। <u>বিবিধঃ</u>

বিদেশী সাহায্য সংস্থা কর্তৃক কর্ম/বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বা কর্মসূচী পরিষদের অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়িত হইবে।

৭। <u>চুক্তি সংশোধনঃ</u>

(ক) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং কৃষি মন্ত্রণালয় যৌথভাবে চুক্তিতে বর্ণিত শর্তসমূহ প্রয়োজনবোধে পর্যালোচনা পূর্বক জনস্বার্থে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই চুক্তি পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও সংযোজন করিতে পারিবেন;

(খ) চুক্তি বাস্তবায়নের এবং ইহার ব্যাখ্যার ব্যাপারে কৃষি মন্ত্রণালয় ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সরকার তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করা হইবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় (প্রয়োজনে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মতামত নিয়ে) এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্যজেলা পরিষদের সহিত আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

এই চুক্তি অদ্য ৮ নভেম্বর,২০১২ খ্রিঃ/ ২৪ কার্তিক, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

এই চুক্তিনামার সকল বিষয় অবগত হইয়া আমরা উভয়পক্ষ ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করতঃ নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিলাম।

(কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা)
চেয়ারম্যান
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

(সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ)
কৃষি মন্ত্রণালয়

<u>পর্যবেক্ষক</u>

৮/১১

(নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি)
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়